৭ জুন ছয় দফা দিবস স্মরণে

শারমিন আহমদ

১৯৬৬ সাল। বাতাসের আলোড়নে বসন্তের আগমনী বার্তা। কৃষ্ণচূড়া,বকুল ও নারকেল গাছের নিবিড় আলিঙ্গনে ঘেরা সেকালের ধানমণ্ডির ৭৫১ সাতমসজিদ রোডের বাড়ির সামনের অফিস ঘরটিতে একব্যাক্তি একনিবিসট মনে লিখে চলেছেন। তাঁর মুক্তার মত হাতের লেখনীতে নির্মিত হচ্ছে একটি জাতির পথ নির্দেশনা। একটি পরাধীন জাতির স্বাধিকারের সনদ। তিনি লিখছেন "একটি রাষ্ট্রের উন্নতি, অগ্রগতি,সংগতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে উহার আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর। সেই শক্তির উৎস সন্তুষ্ট জনচিত্ত। আঠারো বছর পূর্বে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজও ইহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো গন সমর্থনের মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারেনাই। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি ১৯৪০ সালের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান অর্জনের জন্য মানুষকে অনুপ্রানিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল পরবর্তীকালে ঐ মূল ভিত্তি হতে বিচ্যুতিই এই অবস্থার আসল কারণ।" দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী ছয় দফা দাবী নামার মুখবন্ধ লিখছেন,ছয় দফার অন্যতম রূপকার,পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ। পরবর্তী পাতায় ছয় দফা কর্ম সূচি পেশ করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ একই বছরে তাজউদ্দীন আহমদ সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন। এই দুই তরুণ নেতৃত্বর চিন্তা ও চেতনার মিলনের ফলেই আওয়ামীলীগ সেদিন হোতে পেরেছিল জনগণের প্রতিনিধিত্ব কারী একটি সার্থক রাজনৈতিক সংগঠন। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আইয়ুব সরকার ৮ মে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,তাজউদ্দীন আহমদ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, রাজশাহীর মুজিবুর রহমান,খন্দকার মোষতাক আহমেদ, নূরউল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও পরবর্তীতে আরও নেতা ও কর্মীকে কারাবন্দী করলেও ছয় দফার আন্দোলন কিন্তু থেমে থাকেনি। বন্দী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে দেখা করতে গিয়ে স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ওনারা এখন জেল প্রকোষ্ঠে, তাহলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী হবে? তাজউদ্দীন তাঁর স্বভাবজাত স্মিত হাসি দিয়ে বলেছিলেন ওনারা ভেতরে থাকলেও, বাইরে রেখে এসেছেন এমন এক শক্তিশালী সংগঠন, যা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখবে। হোলও তাই। সামরিক জান্তার ১৪৪ ধারা, নির্যাতন, নিষ্পেষণ ও গুলী বর্ষণকে উপেক্ষা করে সারা দেশব্যাপী ছয় দফার দাবীতে, ছাত্র,শ্রমিক,কৃষ্ক, মজুর সহ আপামর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ও শ্রমিক নেতা মনু মিয়া সহ এগার জন শহীদের রক্তে রঞ্জিত ৭ জুন অমরত্ব লাভ করলো। ৭ জুন স্বীকৃতি অর্জন করলো বাঙালীর মুক্তির সনদ ছয় দফার দিবস রূপে।

দীর্ঘ ছয় বছর পরে, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে, মুক্তিযুদ্ধর মূল সংগঠক ও পরিচালক তাজউদ্দীন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন "জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগোয় সর্পিল গতিতে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে। রক্ত পিচ্ছিল এই পথ। বাধা এখানে অসংখ্য। পার হতে হয় অনেক চড়াই উৎরাই। সংগ্রামের এক একটা মোড় পরিবর্তনে ইতিহাসে সংযোজিত হয় নতুন অধ্যায়। ৭ জুন আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এমনি একটি যুগান্তকারী মোড় পরিবর্তন। ৭ জুনকে এক অর্থে বলা যায় ৬ দফার দিবস। এই দিনে ৬ দফার দাবীতে বাঙালী রক্ত দিতে শুরু করে। স্বাধিকারের এই আন্দোলনই ধাপে ধাপে রক্ত নদী পেরিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭ জুন অমর। অবিস্মরণীয় এক ঐতিহাসিক দিন ৭ জুন।"(দৈনিক বাংলা, ৭ জুন, ১৯৭২। ইতিহাসের পাতা থেকে, সম্পাদনা সিমিন হোসেন রিমি।)

পড়ন্ত বিকেলে অফিস ছুটির পরে, জনশূন্য সচিবালয় কক্ষে, তখনো কর্মরত অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৭ জুন উপলক্ষে সাংবাদিকের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে ৬ দফার নেপথ্য যে ঘটনাবলী ব্যাক্ত করেছিলেনন তার ঐতিহাসিক মূল্য ব্যাপক।

তাজউদ্দীন আহমদ বলেন " ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর আইয়ুব খান আসলেন ঢাকা। জনাব নুরুল আমিন (মুসলিম লীগ নেতা, পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৪৮-১৯৫৪) উদ্যোগ নিলেন তার সাথে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের নেতাদের সাক্ষাৎ ঘটানোর। আমাদের

সাথে আইয়ুব খানের সে সাক্ষাৎ হয়েও ছিল। কিন্তু এর আগে আমরা তৎকালীন স্থানীয় সমস্যা সহ পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমিকায় তৈরি করি একটি দাবীনামা। তাতে ছিল তেরটি দফা। নুরুল আমিন সাহেবকেও তার একটি কপি আমরা দিয়েছি। কিন্তু তিনি সেই কপির দফা দেখেই চমকে উঠলেন। তাহলে তো আর আলোচনা হতেই পারেনা আইয়ুব খানের সাথে। আমরা অনড় রইলাম। তবুও সাক্ষাৎকার হোল। সম্ভবত নুরুল আমিন সাহেব তার কপিটা আইয়ুব খানকে দিয়েছিলেন। তারপর আসলো ১৯৬৬ সাল। লাহোরে বসলো সর্ব দলীয় কনফারেন্স। এই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল সব বিরোধী দলকে জড় করিয়ে তাসখন্দ ঘোষণার (১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি তাশখন্দে গৃহীত ভারত-পাকিস্তান শান্তি চুক্তি) বিরুদ্ধে কিছু আদায় করে নেয়া। আমরাও সে সম্মেলনে আমন্ত্রন পেলাম। যাবার আগে শেখ সাহেব বললেন, লাহোর কনফারেন্সের জন্য বাঙালীদের পক্ষ থেকে কিছু তৈরি করে নিতে। আমরা তখন সেই তের দফার স্থানীয় কিছু বাদ দিয়ে তৈরি করলাম এক দাবী নামা। তাতে অনেক উপ-দফা বাদ দিয়ে মোট দাবী হোল ছয়টি। তাই নিয়ে আমরা গেলাম লাহোরে, তা পেশ করা হোল সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে। কিন্তু সাবজেকট কমিটি আমাদের দাবীনামা দিলেন নাকচ করে। পরদিন প্রতিবাদে আমরা বর্জন করলাম সর্ব দলীয় সম্মেলন। দাবী নামায় যে ছয়টি দফা ছিল তার ওপর আমরা তেমন গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু সম্মেলন বর্জনের পরদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদ পত্রে ব্যানার হেডিঙে বের হোল শেখ সাহেবের ছয় দফা। অথচ সে সময় পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে কোন সম্মেলনের খবর প্রকাশ করা ছিল নিষিদ্ধ। তবুও ছয় দফার খবর বের হোল খবরের কাগজে। সঙ্গে সঙ্গে বিছিন্নতাবাদের অপবাদ দিয়ে লেখা হোল সম্পাদকীয়। ছয় দফা দাবী ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। সে বছর মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বসলো আওয়ামীলীগের বার্ষিক কাউন্সিল সভা। আমরা ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করলাম আওয়ামী লীগের মেনিফেসটতে। মার্চের কাউন্সিল অধিবেশনের তৃতীয় ও শেষ দিনে ২০ মার্চ পল্টনে হোল আমাদের বিরাট জনসভা। শেখ সাহেব ব্যাখ্যা দিলেন ছয় দফা কর্ম সূচির। শুরু হোল ছয় দফার আন্দোলন। শেখ সাহেব সফর করলেন সারা বাঙলা। সভা করে আমরা প্রচার শুরু করলাম ছয় দফার।"

ছয় দফার প্রথম দাবীটিই ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ ও পার্লামেন্টারি সরকার। এই দাবীটির সাথে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতির মিল লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় দাবীতে ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বাকি সব নীতি অঙ্গ রাষ্ট্র গুলি প্রণয়ন ও পরিচালনা করবে। (এই দাবীটিতে কেন্দ্র হতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সুস্পষ্ট। স্বাধীন বাংলাদেশে, সুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন, সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরন মুখে বললেও বাস্তবে কত টুকু তার প্রয়োগ হয়েছে?)

বাকী দাবী গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরন হোল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অবাধে বিনিময় যোগ্য পৃথক দুটি মুদ্রা চালু অথবা এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে পূর্ব পাকিস্তান হতে পশ্চিম

পাকিস্তানে মূল ধন পাচার না হতে পারে। অঙ্গ রাষ্ট্র গুলির কর ধার্য করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা, বৈদেশিক বানিজ্যর ক্ষেত্রে অঙ্গ রাষ্ট্র গুলির ক্ষমতা;বাণিজ্যিক চুক্তি প্রনয়ন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অঙ্গ রাষ্ট্র গুলির নিজ কত্রিত্তাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনা বাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা।

ছয় দফার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক চিন্তার সুগভীর ও সুস্পষ্ট প্রতিফলন এবং জটিল বিষয়কে সহজতর করে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে মুজিব-তাজউদ্দীন, এই তারুন্য ভরপুর নেতৃত্ব আওয়ামীলীগকে উন্নীত করেন নতুন সোপানে। ছয় দফার বানী পরিনত হয় বাঙ্গালীর হৃদয়ের কথাতে।

৫ জুন, ২০১৩